প্রথম আলো

বাংলাদেশ

সড়কে পাঁচটি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা কমাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রকাশ: ১৬ মে ২০২২, ২০: ১৭
অ+অ-

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভার আয়োজন করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরছবি: প্রথম আলো

সড়কে পাঁচটি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা কমাতে সহায়ক হতে পারে, যার অন্যতম হচ্ছে গতি। যদি গতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

আজ সোমবার বেলা ১১টায় রাজধানীর শ্যামলীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় এসব কথা বলেন বক্তারা।

সভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনার পেছনে পাঁচটি ঝুঁকিপূর্ণ কারণ তুলে ধরেন। যার অন্যতম গতি। দেখা যায়, যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, তার প্রায় সব কটির সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত বা দ্রুতগতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সম্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব।

তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার কারণ উল্লেখ শারমিন রহমান বলেন, যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০ শতাংশ হ্রাস করা যাবে। তিনি বলেন, দুই ও তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান

কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক হেলমেট ব্যবহার দুর্ঘটনায় মৃত্যুঝুঁকি ৪০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ কমাতে পারে।

একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক ও সামনের আসনে যাত্রীদের মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ এবং পেছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু ও গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ হ্রাস করে। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন থাকলে বেশি ছোট শিশুদের ৭০ শতাংশ এবং বড় শিশুদের ৫৪ থেকে ৮০ শতাংশ মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

সভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেফটি ২০১৮ প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরে বলা হয়, প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এসব দুর্ঘটনায় ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী মানুষ বেশি মারা গেছেন। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংঘটিত হয়।

সভায় বক্তব্য দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপপরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান। তিনি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতিবছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এ ক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরিসহ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেফটি প্রকল্পের অ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) তাসনিম মেহবুবা ও অ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলাম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

Link:
https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

১৬ মে, ২০২২ ১৭:২০

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্টাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধিক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

সোমবার ১৬ মে সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন। যার মধ্যে অন্যতম গতি। দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংস্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে।

অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০% এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫% হ্রাস করে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০%

মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডা. তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সহ গণমাধ্যমকর্মীরা।

মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়।
এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

বিডি-প্রতিদিন/সালাহ উদ্দীন/ আজম

Link: https://www.bd-pratidin.com/city-news/2022/05/16/769531

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক

স্টাফ রিপোর্টার | প্রকাশের সময় : ১৬ মে, ২০২২, ৫:৫১ পিএম

প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্টাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক

দুর্ঘটনার একাধীক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

সোমবার ১৬ মে সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন।যারমধ্যে অন্যতম গতি। দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংম্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০% হ্রাস করা যাবে (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)। অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয় তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০% হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০% হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০% এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫% হ্রাস করে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০% মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)।এছাড়াও বর্তমান সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর গ্যাপগুলোর সুপারিশসমুহ এবং বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডাঃ তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সহ গণমাধ্যমকর্মীরা।

মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

Link: https://www.dailyinqilab.com/article/485588/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%95

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

সড়কে ৫ আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা কমিয়ে আনতে পারে

প্রকাশিতঃ **মে ১৬, ২০২২** প্রিন্ট

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সড়কে যত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, তার প্রায় সবগুলোর সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত বা দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সম্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশেই হ্রাস করা সম্ভব। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের সমন্বয়কারী শারমিন রহমান তার প্রবন্ধে 'গতি'কে সড়ক দুর্ঘটনা রোধের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। গতি ছাড়াও আরও চারটি ঝুঁকির ফ্যাক্টর তুলে ধরেন তিনি।

সোমবার দুপুরে রাজধানীর শ্যামলীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে 'নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক সভার শুরুতে প্রবন্ধে এমনটি তুলে ধরা হয়। সভায় সংস্থাটির উপ-পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান, রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডা. তাসনিম মেহবুবা বাঁধন, এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামসহ উপস্থিতি সংবাদিকরা সড়ক দুর্ঘটনা রোধে করণীয় নিয়ে নানাবিদ আলোচনা করেন।

শারমিন রহমান সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে সংস্থাটির কাজের ধরণ ও প্রবন্ধ তুলে ধরেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রতিবেদনও তুলে ধরেন তিনি। যাতে দেখা যায়, বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তর কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। বাংলাদেশেই বছরে মারা যাচ্ছে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ। এসব সড়ক দুর্ঘটনার একাধিক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে।

তা হলো- যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো হয়, তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ আইনটি শতভাগ প্রয়োগ করা গেলে, দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০ শতাংশ কমে আসবে। মানসম্পন্ন হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০ শতাংশ এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ হ্রাস করে।

তবে শিশুদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জোর দেয়া হয়। শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে বলা হয়, শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন থাকা দরকার। একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০ শতাংশ মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর। শিশুদের শারীরিক গঠন অনুযায়ী সিট এবং সিটবেল্ড নিয়ে সংস্থাটি জরিপও করছে। এছাড়া সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথচারী বা সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে আসবে।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতার পাশাপাশি দ্রুটিপূর্ণ যানবাহন পরিহার করা, মানসিক চাপ নিয়ে গাড়ি না চালানো, পুরাতন যানবাহনে রেট্রফিটিংয়ের মাধ্যমে সকল যাত্রীর জন্য সিট বেল্ডের ব্যবস্থা রাখা, বিএসটিআই অনুমোদিত হেলমেট ব্যবহার করা, গতি ও নিয়ন্ত্রণে রেখে গাড়ি ড্রাইভ করাসহ বেশ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেন উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীরা। তবে এসব দেখভালে ট্রাফিক পুলিশসহ সংশ্লিষ্টদের কঠোর নজরদারির বিকল্প নেই বলেও উল্লেখ করেন তারা।

Link:
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/649165/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%AB-%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87/

কালের কণ্ঠ

আহছানিয়া মিশনের সভা

‘সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে পারে পাঁচ আচরণগত পরিবর্তন’

নিজস্ব প্রতিবেদক

১৬ মে, ২০২২ ২৩:৩৮ | পড়া যাবে ২ মিনিটে

প্রিন্ট

অ- অ অ+

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর অষ্টম বৃহত্তর কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। বাংলাদেশেই বছরে মারা যাচ্ছে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ। এসব সড়ক দুর্ঘটনার একাধিক কারণ রয়েছে।

বিজ্ঞাপন

তবে সড়কে চলাচলে পাঁচটি আচরণগত পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসে সহায়ক হতে পারে।

আজ সোমবার (১৬ মে) দুপুরে রাজধানীর শ্যামলীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে ‘নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক এক সভায় বক্তারা এসব কথা বলেছেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের সমন্বয়কারী শারমিন রহমান সড়ক দুর্ঘটনা রোধের পাঁচ আচরণগত পরিবর্তনগুলোসহ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সময় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান, সংস্থাটির রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডা. তাসনিম মেহবুবা বাঁধন, এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ডব্লিউএইচওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদন তুলে ধরে বক্তারা বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে পাঁচ শতাংশ কমানো হয় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ

আইনটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০ হ্রাস করা যাবে। মানসম্পন্ন হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০ শতাংশ এবং পেছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ হ্রাস করে।

শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০ শতাংশ মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়াও সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথচারী বা সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে আসবে।

Link: https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/05/16/1146935

মানবজমিন

আচরণগত ৫ পরিবর্তনে সড়ক দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব: আহছানিয়া মিশন

স্টাফ রিপোর্টার

(২ দিন আগে) ১৬ মে ২০২২, সোমবার, ৭:০৪ অপরাহ্ন

সর্বশেষ আপডেট: ৭:০৮ অপরাহ্ন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংঘঠিত হয়। বাংলাদেশেই বছরে মারা যাচ্ছে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ। এসব সড়ক দুর্ঘটনার একাধিক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে। গতকাল দুপুরে রাজধানীর শ্যামলীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদার করণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় এ কথা বলেন বক্তারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের সমন্বয়কারী শারমিন রহমান সড়ক দুর্ঘটনা রোধের ওই ৫ আচরণগত পরিবর্তনগুলোসহ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান, সংস্থাটির রোড সেইফটি প্রকল্পের এডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডা. তাসনিম মেহবুবা বাঁধন, এডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ডব্লিউএইচওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদন তুলে ধরে বক্তারা বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো হয় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ আইনটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০ হ্রাস করা যাবে। মানসম্পন্ন হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যুঝুঁকি ৪০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০ শতাংশ এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ হ্রাস করে।

দুর্ঘটনা থেকে শিশুদের রক্ষা করতে যানবাহনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত আসনের প্রয়োজন রয়েছে জানিয়ে শারমিন রহমান বলেন, অভিবাবকদের একটি মানসিকতা রয়েছে যানবাহনে চড়ার সময় শিশুদের কোলে আগলে রাখার

বিজ্ঞাপন

কিন্তু দুর্ঘটনার সময় যখন সংঘর্ষ হয় তখন শিশুরা অনেক সময় কোল থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই শিশুদের জন্য যানবাহনে আলাদা সুরক্ষিত ও নিরাপদ আসনের প্রয়োজন রয়েছে। গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ ও বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০ শতাংশ মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান বলেন, প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরিসহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসতে হবে।

Link: https://mzamin.com/news.php?news=3196

নয়া দিগন্ত

আহছানিয়া মিশনের সভায় বক্তারা

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে পারে আচরণগত পাঁচ পরিবর্তন

- নিজস্ব প্রতিবেদক
- ১৭ মে ২০২২, ০০:০০

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর অষ্টম বৃহত্তর কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। বাংলাদেশেই বছরে মারা যাচ্ছে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ। এসব সড়ক দুর্ঘটনার একাধিক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে পাঁচটি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে। গতকাল দুপুরে রাজধানীর শ্যামলীতে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় এ কথা বলেন বক্তারা। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের সমন্বয়কারী শারমিন রহমান সড়ক দুর্ঘটনা রোধের ওই পাঁচ আচরণগত পরিবর্তনগুলোসহ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপপরিচালক মো: মোখলেছুর রহমান, সংস্থাটির রোড সেইফটি প্রকল্পের অ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডা: তাসনিম মেহবুবা বাঁধন, অ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ডব্লিউএইচওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদন তুলে ধরে বক্তারা বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো হয় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ আইনটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০ হ্রাস করা যাবে। মানসম্পন্ন হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যুঝুঁকি ৪০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০ শতাংশ এবং পেছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ হ্রাস করে। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০ শতাংশ মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে

অত্যন্ত কার্যকর। এ ছাড়াও সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথচারী বা সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে আসবে।

Link: https://www.dailynayadiganta.com/city/663695/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8

ভোরের কাগজ Live

দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় বছরে ২৫ হাজার মানুষের মৃত্যু

কাগজ প্রতিবেদক

প্রকাশিত: মে ১৬, ২০২২ , ৬:১৮ অপরাহ্ণ আপডেট: মে ১৬, ২০২২ , ৬:৪৩ অপরাহ্ণ

প্রতীকী ছবি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তর কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। বাংলাদেশেই বছরে মারা যাচ্ছে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ। এসব সড়ক দুর্ঘটনার একাধিক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে।

সোমবার (১৬ মে) দুপুরে রাজধানীর শ্যামলীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সভা কক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় এ কথা বলেন বক্তারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের সমন্বয়কারী শারমিন রহমান সড়ক দুর্ঘটনা রোধের ওই ৫ আচরনগত পরিবর্তনগুলোসহ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এসময় অন্যদের মধ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান, সংস্থাটির রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডা. তাসনিম মেহবুবা বাঁধন, এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ডব্লিউএইচওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদন তুলে ধরে বক্তারা বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো হয় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ আইনটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০ হ্রাস করা যাবে। মানসম্পন্ন হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০ শতাংশ এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ হ্রাস করে।

শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরতি আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০ শতাংশ মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়াও সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথচারী বা সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে আসবে।

Link:
https://www.bhorerkagoj.com/2022/05/16/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%ac%e0%a6%9b%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a7%a8/

উন্নয়নের মূলধারায়
আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভায় বক্তারা

সড়কে পাঁচটি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসে সহায়ক

প্রিন্ট সংস্করণ

০০:০০, ১৭ মে, ২০২২

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে গতকাল সোমবার 'নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়

প্রতি বছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫ থেকে ২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধিক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে পাঁচটি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেন বক্তারা। গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন। যার মধ্যে অন্যতম গতি। দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সম্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০ শতাংশ হ্রাস করা যাবে (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশিপ)। অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয়, তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতের হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহার দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঝুঁকি ৪০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০ শতাংশ এবং পেছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ হ্রাস করে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০ শতাংশ মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশিপ)। এছাড়াও তারা বর্তমান সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর গ্যাপগুলোর সুপারিশগুলো এবং বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের অ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডা. তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও অ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমানসহ গণমাধ্যম কর্মীরা। মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এ ক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরিসহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সভায় দৈনিক প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল আমীন, সমকালের স্টাফ রিপোর্টার বকুল আহমেদ, ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার জামিউল আহসান শিপু, বাংলাদেশ প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার আলী আজম, কালেরকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রেজওয়ান বিশ্বাস, মানবজমিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার শুভ্র দেব, জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার ফজলুর রহমান, ভোরের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার ইমরান রহমান, ঢাকাপোস্টের স্টাফ রিপোর্টার মনি আচার্য্য, জাগো নিউজের স্টাফ রিপোর্টার তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের স্টাফ রিপোর্টার আসাদুল্লা লায়ন ও বাংলা টাইমসের স্টাফ রিপোর্টার হাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

Link: https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/119085/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%95

DHAKA POST

আচরণগত ৫ পরিবর্তনে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস সম্ভব : আহ্ছানিয়া মিশন

নিজস্ব প্রতিবেদক
১৬ মে ২০২২, ০৫:১৪ পিএম

সড়কে আচরণগত ৫ পরিবর্তনের ফলে দুর্ঘটনা হ্রাস সম্ভব বলে জানিয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

সোমবার (১৬ মে) দুপুরে রাজধানীর শ্যামলীতে অবস্থিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যালয়ে স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে 'নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক সভা থেকে সংস্থাটির পক্ষ থেকে এ কথা বলা হয়েছে।

সভার শুরুতে সংস্থাটির পক্ষ থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেফটির ২০১৮ সালের একটি প্রতিবেদনের তথ্য উল্লেখ করে বলা হয়, প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়।

তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সভার শুরুতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন। যার মধ্যে অন্যতম গতি।

তিনি বলেন, দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুতগতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংস্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশিপের প্রতিবেদনের মতে যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০ শতাংশ হ্রাস করা যাবে।

ADVERTISEMENT

এ সময় তিনি মানসম্মত হেলমেট পরিধানের ওপর জোর দিয়ে বলেন, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয়, তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে।

অন্যদিকে সিটবেল্ট ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যের আলোকে তিনি বলেন, সিটবেল্ট পরা চালক ও সামনের আসনের যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০ শতাংশ এবং পেছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ হ্রাস করে।

দুর্ঘটনা থেকে শিশুদের রক্ষা করতে যানবাহনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত আসনের প্রয়োজন রয়েছে জানিয়ে শারমিন রহমান বলেন, অভিভাবকদের একটি মানসিকতা রয়েছে যানবাহনে চড়ার সময় শিশুদের কোলে আগলে রাখার। কিন্তু দুর্ঘটনার সময় যখন সংঘর্ষ হয় তখন শিশুরা অনেক সময় কোল থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই শিশুদের জন্য যানবাহনে আলাদা সুরক্ষিত ও নিরাপদে আসনের প্রয়োজন রয়েছে। গ্লোবাল রোড সেফটি পার্টনারশিপের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ ও বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০ শতাংশ মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর।

সভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরিসহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসাতে হবে।

সভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেফটি প্রকল্পের অ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডা. তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও অ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামসহ গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এমএসি/জেডএস

Link: https://www.dhakapost.com/national/116197

Jagonews24.com
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অনলাইন ঠিকানা

‘হেলমেটে ৪০ ও সিটবেল্টে ৫০% মৃত্যুঝুঁকি কমানো সম্ভব’

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ১৬ মে ২০২২

X

দুই ও তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। তারা বলছে, মোটরসাইকেল চালকরা সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যুঝুঁকি ৪০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে।

এছাড়া চার চাকার মোটরযানের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সিটবেল্ট পরা চালক ও সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুঝুঁকি ৪৫-৫০ শতাংশ এবং পেছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ হ্রাস করা সম্ভব।

সোমবার (১৬ মে) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে ‘নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।

মিশনের রোড সেফটি প্রকল্পের অ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডা. তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও অ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা

আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমানসহ গণমাধ্যমকর্মীরা। মিশনের রোড সেফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচটি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন। যার মধ্যে অন্যতম গতি।

বক্তারা বলেন, প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেফটি ২০১৮' প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাঁচ থেকে ২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংঘটিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধিক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে পাঁচটি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেন বক্তারা।

তারা বলেন, যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার প্রায় সবগুলোর সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুতগতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সম্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনি মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০ শতাংশ হ্রাস করা যাবে।

তারা বলছেন, হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয় তবে দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যুঝুঁকি ৪০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে। সিটবেল্ট পরা চালক ও সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুঝুঁকি ৪৫-৫০ শতাংশ এবং পেছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ হ্রাস করে। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০ শতাংশ মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর।

এছাড়াও বর্তমান 'সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮' এর গ্যাপগুলোর সুপারিশ ও বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন বক্তারা। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতিবছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরিসহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

সভায় জাগো নিউজের নিজস্ব প্রতিবেদক তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, দৈনিক প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক নুরুল আমীন, সমকালের নিজস্ব প্রতিবেদক বকুল আহমেদ, ইত্তেফাকের নিজস্ব প্রতিবেদক জামিউল আহসান শিপু, বাংলাদেশ প্রতিদিনের নিজস্ব প্রতিবেদক আলী আজম, কালেরকন্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক রেজওয়ান বিশ্বাস, মানবজমিনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক শুভ্র দেব, জনকণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ফজলুর রহমান, ভোরের কাগজের নিজস্ব প্রতিবেদক ইমরান রহমান, ঢাকাপোস্টের নিজস্ব প্রতিবেদক মনি আচার্য, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের নিজস্ব প্রতিবেদক আসাদুল্লাহ

লায়ন ও বাংলা টাইমসের নিজস্ব প্রতিবেদক হাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

Link: https://www.jagonews24.com/national/news/762072

THE DAILY PRABARTAN দৈনিক প্রবর্তন
www.prabartan.com
সততাই আমাদের সাহস

আচরণগত ৫ পরিবর্তনে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস সম্ভব : আহ্ছানিয়া মিশন

- Published: May 16, 20225:21 pm

ডেস্ক রিপোর্ট : সড়কে আচরণগত ৫ পরিবর্তনের ফলে দুর্ঘটনা হ্রাস সম্ভব বলে জানিয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

সোমবার (১৬ মে) দুপুরে রাজধানীর শ্যামলীতে অবস্থিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যালয়ে স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে ‘নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক সভা থেকে সংস্থাটির পক্ষ থেকে এ কথা বলা হয়েছে।

সভার শুরুতে সংস্থাটির পক্ষ থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেফটির ২০১৮ সালের একটি প্রতিবেদনের তথ্য উল্লেখ করে বলা হয়, প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়।

তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সভার শুরুতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন। যার মধ্যে অন্যতম গতি।

তিনি বলেন, দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুতগতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংস্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশিপের প্রতিবেদনের মতে যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০ শতাংশ হ্রাস করা যাবে।

এ সময় তিনি মানসম্মত হেলমেট পরিধানের ওপর জোর দিয়ে বলেন, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয়, তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে।

অন্যদিকে সিটবেল্ট ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যের আলোকে তিনি বলেন, সিটবেল্ট পরা চালক ও সামনের আসনের যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০ শতাংশ এবং পেছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ হ্রাস করে।

দুর্ঘটনা থেকে শিশুদের রক্ষা করতে যানবাহনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত আসনের প্রয়োজন রয়েছে জানিয়ে শারমিন রহমান বলেন, অভিভাবকদের একটি মানসিকতা রয়েছে যানবাহনে চড়ার সময় শিশুদের কোলে আগলে রাখার। কিন্তু দুর্ঘটনার সময় যখন সংঘর্ষ হয় তখন শিশুরা অনেক সময় কোল থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই শিশুদের জন্য যানবাহনে আলাদা সুরক্ষিত ও নিরাপদে আসনের প্রয়োজন রয়েছে। গ্লোবাল রোড সেফটি পার্টনারশিপের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ ও বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০ শতাংশ মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর।

সভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরিসহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসাতে হবে।

সভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেফটি প্রকল্পের অ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডা. তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও অ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামসহ গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

link: https://www.prabartan.com/05/16/21/399247.php

দৈনিক বাঙলার জাগরণ
দিন বদলের কথা বলে

দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় বছরে ২৫ হাজার মানুষের মৃত্যু

1. *সোমবার ১৬ মে, ২০২২ / ৪৮ বার পঠিত*

নিউজ ডেস্ক :: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তর কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। বাংলাদেশেই বছরে মারা যাচ্ছে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ। এসব সড়ক দুর্ঘটনার একাধিক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে।

সোমবার (১৬ মে) দুপুরে রাজধানীর শ্যামলীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সভা কক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় এ কথা বলেন বক্তারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের সমন্বয়কারী শারমিন রহমান সড়ক দুর্ঘটনা রোধের ওই ৫ আচরনগত পরিবর্তনগুলোসহ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এসময় অন্যদের মধ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান, সংস্থাটির রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডা. তাসনিম মেহবুবা বাঁধন, এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ডব্লিউএইচওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদন তুলে ধরে বক্তারা বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো হয় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ আইনটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০ হ্রাস করা যাবে। মানসম্পন্ন হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০ শতাংশ এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ হ্রাস করে।

শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরতি আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০ শতাংশ মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়াও সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথচারী বা সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে আসবে।

link: https://banglarjagoron.com/archives/29533

"সময়ের সাহসী অনলাইন পত্রিকা"
BOJROKONTHO
বজ্রকণ্ঠ

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভায় বক্তারা

- সোমবার, ১৬ মে ২০২২, ১৬:২১

তরিকুল ইসলাম :::

প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্টাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধীক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

সোমবার ১৬ মে সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন।যারমধ্যে অন্যতম গতি। দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সাথে

অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংস্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০% হ্রাস করা যাবে (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)। অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয় তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০% হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০% হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০% এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫% হ্রাস করে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০% মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)।এছাড়াও বর্তমান সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর গ্যাপগুলোর সুপারিশসমুহ এবং বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডাঃ তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সহ গণমাধ্যমকর্মীরা।

মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়।

এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

সভায় দৈনিক প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল আমীন, সমকালের স্টাফ রিপোর্টার বকুল আহমেদ, ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার জামিউল আহসান শিপু, বাংলাদেশ প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার আলী আজম, কালেরকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রেজওয়ান বিশ্বাস, মানবজমিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার শুভ্র দেব, জনকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার ফজলুর রহমান, ভোরের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার ইমরান রহমান, ঢাকাপোস্টের স্টাফ রিপোর্টার মনি আচার্য্য, জাগো নিউজের স্টাফ রিপোর্টার তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের স্টাফ রিপোর্টার আসাদুল্লা লায়ন ও বাংলা টাইমসের স্টাফ রিপোর্টার হাফিজুর রহমার উপস্থিত ছিলেন।

link: https://www.bojrokontho.com/92959

A Great Video News Portal From Bangladesh
ctvnews24.com
ইন্টারনেট সংযোগ করে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনার কম্পিউটার ল্যাপটপ, ট্যাব অথবা মোবাইল ফোনে সিটিভি নিউজ দেখুন।
Email: taposcomilla@gmail.com

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভায় বক্তারা

May 16, 2022

Share on Facebook

Tweet on Twitter

সিটিভি নিউজের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন

সিটিভি নিউজ।। তরিকুল ইসলাম, নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্টাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধীক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

সোমবার ১৬ মে সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন।যারমধ্যে অন্যতম গতি। দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংস্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০% হ্রাস করা যাবে (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)। অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয় তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০% হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০% হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০% এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫% হ্রাস করে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০% মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)।এছাড়াও বর্তমান সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর গ্যাপগুলোর সুপারিশসমুহ এবং বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডাঃ তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সহ গণমাধ্যমকর্মীরা।

মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

সভায় দৈনিক প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল আমীন, সমকালের স্টাফ রিপোর্টার বকুল আহমেদ, ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার জামিউল আহসান শিপু, বাংলাদেশ প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার আলী আজম, কালেরকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রেজওয়ান বিশ্বাস, মানবজমিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার শুভ্র দেব, জনকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার ফজলুর রহমান, ভোরের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার ইমরান রহমান, ঢাকাপোস্টের স্টাফ রিপোর্টার মনি আচার্য্য, জাগো নিউজের স্টাফ রিপোর্টার তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের স্টাফ রিপোর্টার আসাদুল্লা লায়ন ও বাংলা টাইমসের স্টাফ রিপোর্টার হাফিজুর রহমার উপস্থিত ছিলেন।

Link: https://ctvnews24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a7%ab%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%86%e0%a6%9a%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a6%97%e0%a6%a4-%e0%a6%9d%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/

ডেইলি গাজীপুর
সবার আগে সত্য খবর

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক:সভায় বক্তারা

By
dailygazipuronline
-
মে ১৬, ২০২২

ডেইলি গাজীপুর, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি: প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্টাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধীক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

সোমবার ১৬ মে সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন।যারমধ্যে অন্যতম গতি। দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংস্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০% হ্রাস করা যাবে (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)। অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয় তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০% হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০% হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০% এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫% হ্রাস করে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০% মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)।এছাড়াও বর্তমান সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর গ্যাপগুলোর সুপারিশসমুহ এবং বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডাঃ তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সহ গণমাধ্যমকর্মীরা। মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন। সভায় দৈনিক প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল আমীন, সমকালের স্টাফ রিপোর্টার বকুল আহমেদ, ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার জামিউল আহসান শিপু, বাংলাদেশ প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার আলী আজম, কালেরকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রেজওয়ান বিশ্বাস, মানবজমিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার শুভ্র দেব, জনকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার ফজলুর রহমান, ভোরের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার ইমরান রহমান, ঢাকাপোস্টের স্টাফ রিপোর্টার মনি আচার্য্য, জাগো নিউজের স্টাফ রিপোর্টার তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের স্টাফ রিপোর্টার আসাদুল্লা লায়ন ও বাংলা টাইমসের স্টাফ রিপোর্টার হাফিজুর রহমার উপস্থিত ছিলেন।

link: https://www.dailygazipuronline.com/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0/

সংবাদের সাথে ২৪ ঘন্টা
দেশ টাইমস
www.deshtimes 24.news

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক

তরিকুল ইসলাম নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশের সময় : সোমবার, ১৬ মে, ২০২২ / ১১ বার পড়া হয়েছে

প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্টাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধীক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

সোমবার ১৬ মে সকাল ১১ টায় ঢাকা আহছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন।যারমধ্যে অন্যতম গতি। দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংম্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০% হ্রাস করা যাবে (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)। অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয় তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০% হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০% হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০% এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫% হ্রাস করে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে

৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০% মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)।এছাড়াও বর্তমান সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর গ্যাপগুলোর সুপারিশসমুহ এবং বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডাঃ তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সহ গণমাধ্যমকর্মীরা।

মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

সভায় দৈনিক প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল আমীন, সমকালের স্টাফ রিপোর্টার বকুল আহমেদ, ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার জামিউল আহসান শিপু, বাংলাদেশ প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার আলী আজম, কালেরকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রেজওয়ান বিশ্বাস, মানবজমিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার শুভ্র দেব, জনকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার ফজলুর রহমান, ভোরের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার ইমরান রহমান, ঢাকাপোস্টের স্টাফ রিপোর্টার মনি আচার্য্য, জাগো নিউজের স্টাফ রিপোর্টার তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের স্টাফ রিপোর্টার আসাদুল্লা লায়ন ও বাংলা টাইমসের স্টাফ রিপোর্টার হাফিজুর রহমার উপস্থিত ছিলেন।

Link: https://deshtimes24.news/post/29090/

দেশের কল্যাণে...
দেশের সময় ২৪

প্রচ্ছদ / জাতীয়

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক

Mohammad Ali Sumon
মে ১৬, ২০২২ ৪:৪৬ অপরাহ্ণ

-

তরিকুল ইসলাম, নিজস্ব প্রতিনিধিঃ প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্টাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধীক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

সোমবার ১৬ মে সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন।যারমধ্যে অন্যতম গতি।

দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংস্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে।

যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০% হ্রাস করা যাবে (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)। অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয় তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০% হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০% হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০% এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫% হ্রাস করে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)।

শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০% মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)।এছাড়াও বর্তমান সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর গ্যাপগুলোর সুপারিশসমুহ এবং বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডাঃ তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সহ গণমাধ্যমকর্মীরা।

মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

সভায় দৈনিক প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল আমীন, সমকালের স্টাফ রিপোর্টার বকুল আহমেদ, ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার জামিউল আহসান শিপু, বাংলাদেশ প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার আলী আজম, কালেরকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রেজওয়ান বিশ্বাস, মানবজমিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার শুভ্র দেব, জনকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার ফজলুর রহমান, ভোরের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার ইমরান রহমান, ঢাকাপোস্টের স্টাফ রিপোর্টার মনি আচার্য্য, জাগো নিউজের স্টাফ রিপোর্টার তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের স্টাফ রিপোর্টার আসাদুল্লা লায়ন ও বাংলা টাইমসের স্টাফ রিপোর্টার হাফিজুর রহমার উপস্থিত ছিলেন।

Link: https://deshersomoy24.com/national/6460/

জনতার মিছিল

1. সড়কে ৫টি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক

1. আপডেটের সময় : মে, ১৬, ২০২২, ৬:১৭ অপরাহ্ণShareTweetShare

0SHARES

তরিকুল ইসলাম, নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্টাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধীক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।সোমবার ১৬ মে সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন।যারমধ্যে অন্যতম গতি। দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংস্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০% হ্রাস করা যাবে (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)। অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয় তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০% হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০% হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০% এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫% হ্রাস করে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০% মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)।এছাড়াও বর্তমান সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর গ্যাপগুলোর সুপারিশসমুহ এবং বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডাঃ তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সহ গণমাধ্যমকর্মীরা।মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।সভায় দৈনিক প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল আমীন, সমকালের স্টাফ রিপোর্টার বকুল আহমেদ, ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার জামিউল আহসান শিপু, বাংলাদেশ প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার আলী আজম, কালেরকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রেজওয়ান বিশ্বাস, মানবজমিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার শুভ্র দেব, জনকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার ফজলুর রহমান, ভোরের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার ইমরান রহমান, ঢাকাপোস্টের স্টাফ রিপোর্টার মনি আচার্য্য, জাগো নিউজের স্টাফ রিপোর্টার তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের স্টাফ রিপোর্টার আসাদুল্লা লায়ন ও বাংলা টাইমসের স্টাফ রিপোর্টার হাফিজুর রহমার উপস্থিত ছিলেন।

Link: https://janatarmichill.com/?p=9702

সত্য সন্ধানে আপোষহীন
দৈনিক
যুগ-যুগান্তর
পত্রিকা
২৮, দিলকুশা (১৯ তম তলা), আর/এ, সুইট#
১৯০৩, দিলকুশা সেন্টার, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
Mobile: 01978-268378, 02-41070439
Email: nskibria2012@gmail.com

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক

1. সময় : সোমবার, ১৬ মে, ২০২২

নিজস্ব প্রতিবেদক:

প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্টাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধিক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

সোমবার ১৬ মে সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন। যার মধ্যে অন্যতম গতি। দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংম্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে।

অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০% এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫% হ্রাস করে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০% মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডা. তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সহ গণমাধ্যমকর্মীরা।

মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

Link: https://jugjugantor.com/2022/05/16/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a7%ab%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%86%e0%a6%9a%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a6%97%e0%a6%a4-%e0%a6%9d%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/

আহছানিয়া মিশনের সভা

‘সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে পারে পাঁচ আচরণগত পরিবর্তন’

নিজস্ব প্রতিবেদক

১৬ মে, ২০২২ ২৩:৩৮ | পড়া যাবে ২ মিনিটে

প্রিন্ট

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর অষ্টম বৃহত্তর কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। বাংলাদেশেই বছরে মারা যাচ্ছে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ। এসব সড়ক দুর্ঘটনার একাধিক কারণ রয়েছে।

বিজ্ঞাপন

তবে সড়কে চলাচলে পাঁচটি আচরণগত পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসে সহায়ক হতে পারে।

আজ সোমবার (১৬ মে) দুপুরে রাজধানীর শ্যামলীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে ‘নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক এক সভায় বক্তারা এসব কথা বলেছেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের সমন্বয়কারী শারমিন রহমান সড়ক দুর্ঘটনা রোধের পাঁচ আচরণগত পরিবর্তনগুলোসহ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সময় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান, সংস্থাটির রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডা. তাসনিম মেহবুবা বাঁধন, এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ডব্লিউএইচওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদন তুলে ধরে বক্তারা বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে পাঁচ শতাংশ কমানো হয় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ আইনটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০ হ্রাস করা যাবে। মানসম্পন্ন হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ হ্রাস করতে

পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০ শতাংশ এবং পেছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ হ্রাস করে।

শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০ শতাংশ মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়াও সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথচারী বা সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে আসবে।

Link:
http://www.newspapers71.com/1580462/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%20%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%20%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%20%E0%A7%AB%20%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E2%80%99

probashnews.com
... A Global Windows For None Resident Bangladeshi's

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক

By
প্রবাস নিউজ ডেস্ক
-
May 16, 2022

প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্টাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স

সীমার মানুষের মৃত্যর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধীক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

সোমবার ১৬ মে সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন।যারমধ্যে অন্যতম গতি। দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংম্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০% হ্রাস করা যাবে (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)। অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয় তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০% হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০% হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০% এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫% হ্রাস করে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০% মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)।এছাড়াও বর্তমান সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর গ্যাপগুলোর সুপারিশসমুহ এবং বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডাঃ তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সহ গণমাধ্যমকর্মীরা।

মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়।
এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

সভায় দৈনিক প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল আমীন, সমকালের স্টাফ রিপোর্টার বকুল আহমেদ, ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার জামিউল আহসান শিপু, বাংলাদেশ প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার আলী আজম, কালেরকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রেজওয়ান বিশ্বাস, মানবজমিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার শুভ্র দেব, জনকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার ফজলুর রহমান, ভোরের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার ইমরান রহমান, ঢাকাপোস্টের স্টাফ রিপোর্টার মনি আচার্য্য, জাগো নিউজের স্টাফ রিপোর্টার তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের স্টাফ রিপোর্টার আসাদুল্লা লায়ন ও বাংলা টাইমসের স্টাফ রিপোর্টার হাফিজুর রহমার উপস্থিত ছিলেন।

link: https://probashnews.com/?p=98777

সীমান্ত বার্তা

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক

May 16, 2022 by নিউজ ডেস্ক

তরিকুল ইসলাম, নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্টাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধীক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

সোমবার ১৬ মে সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন।যারমধ্যে অন্যতম গতি। দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংস্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০% হ্রাস করা যাবে (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)। অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয়

তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০% হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০% হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০% এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫% হ্রাস করে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০% মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)।এছাড়াও বর্তমান সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর গ্যাপগুলোর সুপারিশসমুহ এবং বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডাঃ তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সহ গণমাধ্যমকর্মীরা।

মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়।
এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

সভায় দৈনিক প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল আমীন, সমকালের স্টাফ রিপোর্টার বকুল আহমেদ, ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার জামিউল আহসান শিপু, বাংলাদেশ প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার আলী আজম, কালেরকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রেজওয়ান বিশ্বাস, মানবজমিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার শুভ্র দেব, জনকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার ফজলুর রহমান, ভোরের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার ইমরান রহমান, ঢাকাপোস্টের স্টাফ রিপোর্টার মনি আচার্য্য, জাগো নিউজের স্টাফ রিপোর্টার তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের স্টাফ রিপোর্টার আসাদুল্লা লায়ন ও বাংলা টাইমসের স্টাফ রিপোর্টার হাফিজুর রহমার উপস্থিত ছিলেন।

Link: https://shimantobarta.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a7%ab%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%86%e0%a6%9a%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a6%97%e0%a6%a4-%e0%a6%9d%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/?fbclid=IwAR3hzNQNhlfy6w5epbeFbYa6IryK2Y2yoW22-YYsyZDkiCcNzZi5JyREuEU

উত্তরাধিকার ৭১ নিউজ

আচরণগত ৫ পরিবর্তনে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস সম্ভব : আহ্ছানিয়া মিশন

২০২২ মে ১৬ ১৭:৫২:১৮

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্টাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধীক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

সোমবার ১৬ মে সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন।যারমধ্যে অন্যতম গতি। দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংস্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০% হ্রাস করা যাবে (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)। অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ।

এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয় তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০% হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০% হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০% এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫% হ্রাস করে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০% মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)।এছাড়াও বর্তমান সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর গ্যাপগুলোর সুপারিশসমুহ এবং বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডাঃ তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সহ গণমাধ্যমকর্মীরা।

মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

সভায় দৈনিক প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল আমীন, সমকালের স্টাফ রিপোর্টার বকুল আহমেদ, ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার জামিউল আহসান শিপু, বাংলাদেশ প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার আলী আজম, কালেরকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রেজওয়ান বিশ্বাস, মানবজমিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার শুভ্র দেব, জনকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার ফজলুর রহমান, ভোরের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার ইমরান রহমান, ঢাকাপোস্টের স্টাফ রিপোর্টার মনি আচার্য্য, জাগো নিউজের স্টাফ রিপোর্টার তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের স্টাফ রিপোর্টার আসাদুল্লা লায়ন ও বাংলা টাইমসের স্টাফ রিপোর্টার হাফিজুর রহমার উপস্থিত ছিলেন।

link: http://m.u71news.com/article/207906/index.html

সর্বদা সত্যের পক্ষে
উত্তরের আলো

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক, ঢাকা আহছানিয়া মি সভায় বক্তারা

আপডেট হয়েছে : সোমবার, ১৬ মে, ২০২২ / ২৬ বার দেখা হয়েছে

প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্টাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধীক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য
করেছেন বক্তারা।

সোমবার ১৬ মে সকাল ১১ টায় ঢাকা আহছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ
আহ্বান জানান বক্তারা। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন।যারমধ্যে অন্যতম গতি। দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংম্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০% হ্রাস করা যাবে (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)। অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয় তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০% হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০% হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০% এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫% হ্রাস করে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক
দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০% মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত
কার্যকর (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)।এছাড়াও বর্তমান সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর গ্যাপগুলোর সুপারিশসমুহ এবং বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক
জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডাঃ তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল
ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সহ গণমাধ্যমকর্মীরা। মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

সভায় দৈনিক প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল আমীন, সমকালের স্টাফ রিপোর্টার বকুল আহমেদ, ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার জামিউল আহসান শিপু, বাংলাদেশ প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার আলী আজম, কালেরকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রেজওয়ান বিশ্বাস, মানবজমিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার শুভ্র দেব, জনকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার ফজলুর রহমান, ভোরের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার ইমরান রহমান, ঢাকাপোস্টের স্টাফ রিপোর্টার মনি আচার্য্য, জাগো নিউজের স্টাফ রিপোর্টার তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের স্টাফ রিপোর্টার আসাদুল্লা লায়ন ও বাংলা টাইমসের স্টাফ রিপোর্টার হাফিজুর রহমার উপস্থিত ছিলেন।

link: https://www.uttareralo24.com/05/16/96441

voicebd24.com
সত্য প্রকাশে আপোষহীন

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক

By**ভয়েজবিডি ডেস্ক**

May 16, 2022

তরিকুল ইসলাম, নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্টাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ম ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধীক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

সোমবার ১৬ মে সকাল ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন।যারমধ্যে অন্যতম গতি। দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংস্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০% হ্রাস করা যাবে (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)। অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এখানেও যেমন গতির বিষয়টি রয়েছে পাশাপাশি হেলমেট পরিধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয় তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০% হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০% হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০% এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫% হ্রাস করে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০% মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর (সূত্র: গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)।এছাড়াও বর্তমান সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর গ্যাপগুলোর সুপারিশসমুহ এবং বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডাঃ তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সহ গণমাধ্যমকর্মীরা।

মোখলেছুর রহমান বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যয়ে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

সভায় দৈনিক প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল আমীন, সমকালের স্টাফ রিপোর্টার বকুল আহমেদ, ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার জামিউল আহসান শিপু, বাংলাদেশ প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার আলী আজম, কালেরকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রেজওয়ান বিশ্বাস, মানবজমিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার শুভ্র দেব, জনকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার ফজলুর রহমান, ভোরের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার ইমরান রহমান, ঢাকাপোস্টের স্টাফ রিপোর্টার মনি আচার্য্য, জাগো নিউজের স্টাফ রিপোর্টার তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের স্টাফ রিপোর্টার আসাদুল্লা লায়ন ও বাংলা টাইমসের স্টাফ রিপোর্টার হাফিজুর রহমার উপস্থিত ছিলেন।

Link:
https://www.voicebd24.com/2022/05/16/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a7%ab%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%86%e0%a6%9a%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a6%97%e0%a6%a4-%e0%a6%9d%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/